IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনুসারে পদার্থের সংখ্যা বিচার: একটি তুলনামূলক আলোচনা

অঞ্জন কুমার মন্ডল
সহকারি অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ লালগড়
ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In Indian Philosophy the nyāya and vaiśeṣika school are known as allied, but there is a difference between the two schools regarding the number of categories. Although, Maharshi Gautama, the founder of Nyāya Philosophy and Maharshi Kaṇada, the founder of Vaiśeṣika Philosophy, did not specify any number of categories in their sūtragranthas, Maharshi Gautam mentions sixteen categories in his Nyāyasūtra and Maharshi Kaṇada mentions six categories in his Vaiśeṣikasūtra to gain nihśreyasa. However, later on almost all navya-vaiśeṣika achāryas accepted abhāva as a separate category, it must be told that seven categories are generally recognized in vaiśeṣika philosophy. Although there is such a difference of opinion between the nyāya and vaiśeṣika school regarding the number of categories, the difference cannot be overemphasized. Because, just as all the things of the world are known by the sixteen categories recognized by the nyāya, in the same way all those things are known by the seven categories recognized by the vaiśeṣika. That is to say the sixteen categories of nyāya can be included in the seven categories of vaiśeṣika. In this article, after discussing the nature and number of categories following nyāya and vaiśeṣika school, I have discussed how the sixteen categories of nyāya are included in the seven categories of vaiśeṣika and finally seven categories are recognized.

Keywords: Nature of category, Number of categories, Nihśreyasa.

ভারতীয় ষড় আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তত্ত্বগত দিক থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক বিষয়ে মিল থাকায়, ভারতীয় দর্শনে এই দুই সম্প্রদায় সমানতন্ত্ররূপে পরিচিত এবং এদের একত্রে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়। পরম পুরুষার্থরূপে মোক্ষলাভই উভয় সম্প্রদায়েরই মূল লক্ষ্য। উভয় সম্প্রদায়ই মনে করেন অজ্ঞানতাই জীবের বন্ধনের মূল কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই অজ্ঞানতা দূরীভুত হয়ে জীবের মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। উভয় সম্প্রদায়ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং বহুত্ববাদী। এছাড়াও আত্মাতত্ত্ব, পরমাণুবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সমানতন্ত্র হলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা মুখ্য হলেও বৈশেষিক দর্শন আধিবিদ্যক আলোচনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ন্যায়দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ‘প্রমাণতত্ত্ব’, অন্যদিকে

বৈশেষিক দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'পদার্থতত্ত্ব'। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ- এই চারপ্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হলেও বৈশেষিকগণ শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে উপমান ও শব্দ প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত। ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স তথা পরম পুরুষার্থ মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হলেও বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যহেতুক তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, যে সকল বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়, সেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম হল পদার্থের সংখ্যা বিষয়ক পার্থক্য। এই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পদার্থের সংখ্যা বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন, পদার্থ বলতে ঠিক কি বোঝায়? তর্কসংগ্রহকার অন্নম্ভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ-দীপিকায় পদার্থের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ করে বলেন, 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ'।[১] অর্থাৎ কোন পদের দ্বারা যে বস্তু বা বিষয়কে বোঝানো হয়, তা-ই পদার্থ। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, কোন পদ শ্রবনের পর যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় হয় যে বস্তু, তা-ই পদার্থ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে পদার্থমাত্রই তা জ্ঞেয় এবং অভিধেয়। অর্থাৎ কোন বস্তুকে পদার্থ পদবাচ্য হতে গেলে তাকে কোন না কোন পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হতেই হয়। যদি তা কোন পুরুষের জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহলে অন্ততঃ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হতেই হবে। সুতরাং এককথায় বলা যায়, পদ দ্বারা নির্দেশিত যে বিষয়, তা-ই পদার্থ। তবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়কেই পদার্থ বলা হলেও বিশিষ্ট বৈশেষিক দার্শনিক শিবাদিত্য মিশ্র তাঁর সপ্তপদার্থীতে পদার্থের সামান্য লক্ষণ দিয়ে বলেন- "প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থা"[২]। উক্ত লক্ষণে 'প্রমিতি' শব্দের অর্থ হল যথার্থ অনুভব। অর্থাৎ এই দিক থেকে বলা যায়, যথার্থ অনুভবের বিষয়ই হল পদার্থ।

পদার্থের সংখ্যা বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি কনাদ, আচার্য প্রশস্তপাদ প্রমূখ প্রাচীন বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে পদার্থ ছয়টি- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। তবে প্রাচীন বৈশেষিকগণ ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করলেও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, শ্রীমদ্ অন্নম্ভট্ট, শিবাদিত্য মিশ্র প্রমূখ নব্য ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ পূর্বোক্ত ছয়টি পদার্থের সাথে অভাব নামক স্বতন্ত্র একটি পদার্থের উল্লেখ করে মোট সাতটি পদার্থ স্বীকার করেন। আবার নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অভাব পদার্থ স্বীকার করলেও বিশেষ নামক পদার্থটি স্বীকার না করায়, তাঁর মতে পদার্থ হল ছয়টি- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায় ও অভাব। কুমারিল ভট্ট ও বেদান্ত মতে পদার্থ হল পাঁচটি- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও অভাব। আবার প্রভাকর মিশ্রের মতে পদার্থ হল আটটি- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য ও শক্তি। পদার্থের সংখ্যা বিষয়ে ন্যায় সম্প্রদায়ের বক্তব্য অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম নিঃশ্রেয়সের কারণরূপে ষোলটি পদার্থ স্বীকার করেন- প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান।[৩] আমার এই প্রবন্ধটি যেহেতু ন্যায়-বৈশেষিককেন্দ্রিক তাই এই অংশে আমি পদার্থের সংখ্যা বিষয়ে শুধুমাত্র ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য তুলনামূলক আলোচনা করবো।

ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম তাঁর সূত্রগ্রন্থে নির্দিষ্টভাবে পদার্থের কোন সংখ্যা নির্দেশ না করলেও তিনি তাঁর সূত্রগ্রন্থের প্রথম সূত্রে নিঃশ্রেয়স লাভের উপযোগী প্রমাণ, প্রমেয়াদি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলেছেন। এই কারণে তিনি ষোড়শপদার্থবাদী হিসেবে পরিচিত। তবে তাঁকে ষোড়শপদার্থবাদী বলা হলেও তিনি কিন্তু এমনটা স্বীকার করেন না যে, জগতে এই ষোলটি পদার্থের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নেই। তাঁর মতে যা-ই প্রমাণসিদ্ধ হবে তা-ই পদার্থ। এই দিক থেকে বলা যায় ষোড়শ পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থও থাকতে পারে। অর্থাৎ ন্যায়দর্শনে পদার্থের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এই কারণে ন্যায়সম্প্রদায়কে 'অনিয়ত পদার্থবাদী' বলা হয়।[৪] কিন্তু যেহেতু ন্যায়দর্শনে পরম পুরুষার্থরূপ নিঃশ্রেয়স লাভের উপযোগী ষোলটি পদার্থই উল্লিখিত হয়েছে, তাই সাধারণভাবে ন্যায় সম্প্রদায়কে ষোড়শপদার্থবাদীরূপেই গণ্য করা হয়।

বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদও তাঁর সূত্রগ্রন্থে নির্দিষ্ট করে পদার্থের কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।[৫] সেই দিক থেকে কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলা যায়। আচার্য প্রশস্তপাদও তাঁর পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে মহর্ষি কণাদকেই অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতেও পদার্থের সংখ্যা ছয়টি- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। তবে মহর্ষি কণাদ ও প্রশস্তপাদ ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করলেও এই ছয়টি পদার্থের মধ্যে অভাব পদার্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় সকল বৈশেষিক আচার্যই অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করে সাতটি পদার্থই স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ অন্নম্ভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকে পদার্থের বিভাগ দেখাতে গিয়ে স্পষ্টতঃই সাতটি পদার্থের উল্লেখ করেছেন।[৬] আবার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননও তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের দ্বিতীয় কারিকায় সাতটি পদার্থেরই উদ্দেশ করেছেন।[৭] তাঁদের মতে, বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুই এই সাতটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সাতটির কম পদার্থ স্বীকার করলে যেমন জগতের সকল বস্তুর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, তেমনি এই সাতটির অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণে আচার্যগণ পদার্থের উদ্দেশ অংশে 'সপ্ত' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আর নির্দিষ্টভাবে পদার্থের সংখ্যা নির্দেশ করায় বৈশেষিকগণ 'নিয়তপদার্থবাদী' নামেও অভিহিত হন।[৮]

প্রশ্ন হতে পারে, নব্য ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করে মোট সাতটি পদার্থ স্বীকার করলেও কণাদ, প্রশস্তপাদ প্রমূখ প্রাচীনগণ তো ছয়টি পদার্থই স্বীকার করেছেন, তাঁরা অভাবকে পদার্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি, তাহলে কিভাবে বৈশেষিক দর্শনকে সপ্তপদার্থবাদী বলা যায়? উত্তরে বলা যায়, প্রাচীনগণ তাঁদের গ্রন্থে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে অভাবের উল্লেখ না করলেও তাঁদের গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে অভাবের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করে আমরা এমনটা অনুমান করতে পারি যে, প্রাচীনগণও পরোক্ষভাবে অভাবকে পদার্থ হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সার্বিকভাবে বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থই স্বীকৃত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, পদার্থের সংখ্যা বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও এই পার্থক্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কেননা সার্বিকভাবে জগতের যেকোন পদার্থই যেমন ন্যায় স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের দ্বারা বোধিত হয়, তেমনি ঐ সকল পদার্থই বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের দ্বারাও বোধিত হয়। অর্থাৎ ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থকে বৈশেষিকের সপ্ত পদার্থে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই কারণে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় বলেছেন- নৈয়ায়িক স্বীকৃত পদার্থসমূহ আসলেই বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ এবং এতে কোন বিরুদ্ধতা নেই।[৯]

ন্যায় স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের কোন্ পদার্থটি বৈশেষিক স্বীকৃত কোন্ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে।[১০]

১) প্রমাণ- ন্যায়দর্শনে চার-প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার-প্রকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইন্দ্রিয়জন্য হওয়ায় তা দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত। কারণস্বরূপ বলা যায়, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম- এই যে চারটি ভূতদ্রব্য রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ গুণবিশিষ্ট। এগুলি হল যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। এই গুণ গুলির প্রত্যেকটির এক একটি বিশেষ গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় রয়েছে, যাদের সাহায্যে গুণ গুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ন্যায়-বৈশেষিকগণ মনে করেন যে ইন্দ্রিয় যে ভূত দ্রব্যের দ্বারা গঠিত, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই ভূত দ্রব্যের বিশেষ গুণটিকে জানা যায়। কাজেই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রব্য পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত বলতে হয়। অন্যদিকে অনুমান প্রমাণ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সম্বন্ধমাত্রই গুণ পদার্থ হওয়ায়, ব্যাপ্তিজন্য অনুমান প্রমানকে গুণ পদার্থ বলতে হয়। অনুরূপভাবে উপমান প্রমাণ সাদৃশ্য সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, উপমান প্রমাণকেও গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। য়াবার, ন্যায়-বৈশেষিকগণ যে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকার করেন, তার মধ্যে 'শব্দ' অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, শব্দ প্রমাণ যে গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২) প্রমেয়- ন্যায়দর্শনে প্রমেয় পদার্থের সংখ্যা বারোটি- আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।[১১] এগুলির মধ্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত। 'অর্থ' শব্দের অর্থ হল বিষয়। নৈয়ায়িকগণের মতে ইন্দ্রিয় সমুহের গ্রাহ্য বিষয় হল- রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এই পাঁচটি বিষয়ই গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অর্থকে গুণ পদার্থই বলতে হয়। বুদ্ধি গুণের অন্তর্গত। কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে ধর্ম-অধর্মের জনক শুভাশুভ কর্মই হল প্রবৃত্তি। অর্থাৎ প্রবৃত্তি কর্ম পদার্থের অন্তর্গত। ন্যায়দর্শনে রাগ, দ্বেষ ও মোহ- এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় দোষ। এটিও গুণ পদার্থের অন্তর্গত। মৃত্যুর পর পুনর্জন্মই হল প্রেত্যভাব। পুনর্জন্ম বা জন্ম বলতে বোঝায় শরীর ও প্রাণের প্রথম সংযোগ। সংযোগ একটি গুণ পদার্থ হওয়ায়, প্রেত্যভাবও গুণের অন্তর্গত। ফল বলতে বোঝায় সুখ ও দুঃখের জ্ঞান। এটিও গুণ পদার্থের অন্তর্গত। দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থটিও গুণের অন্তর্গত। অপবর্গ বলতে বোঝায় দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ, এটি অভাব পদার্থের অন্তর্গত।

৩) সংশয়- একই ধর্মীতে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞানকে বলা হয় সংশয়।[১২] জ্ঞান বা বুদ্ধি গুণ পদার্থের অন্তর্গত হওয়ায়, সংশয়ও গুণ পদার্থের অন্তর্গত।

৪) প্রয়োজন- ন্যায় মতানুসারে আমাদের মুখ্য প্রয়োজন হল সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখনিবৃত্তি। সুখপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনটি গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং দুঃখনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনটি অভাব পদার্থের অন্তর্ভুক্ত।

৫) দৃষ্টান্ত- ন্যায়সূত্রে দৃষ্টান্তের স্বরূপ দিয়ে বলা হয়েছে- যে পদার্থে লৌকিকগণ এবং পরীক্ষকগণের বুদ্ধির সাম্যতা হয়, তাই দৃষ্টান্ত।[১৩] অর্থাৎ যে পদার্থে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, তাই দৃষ্টান্ত। যেমন- মহানস, যজ্ঞশালা ইত্যাদি স্থানে ধুম ও বহ্নির নিয়ত সহাবস্থান লক্ষ্য করে আমরা ধুম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করি। ধুম ও বহ্নির এইপ্রকার নিশ্চয়স্থান দ্রব্য পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার অনেকে মনে করেন, দৃষ্টান্ত একপ্রকারের জ্ঞান হওয়ায়, তাকে গুণ পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৬) সিদ্ধান্ত- ন্যায় স্বীকৃত ষষ্ঠ পদার্থ হল সিদ্ধান্ত। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 'সিদ্ধান্ত' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন- 'ইদং' বা 'এটি', 'এইপ্রকার'- এইভাবে স্বীকৃত বা স্বীকারযোগ্য পদার্থকেই সিদ্ধ নামে অভিহিত করা হয় এবং ঐ সিদ্ধের বা পদার্থটির যে বিশেষ ধর্মব্যবস্থা তাই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে 'ব্যবস্থা' শব্দের দ্বারা নিয়মকেই বুঝতে হবে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট উভয়েই সামান্য বা বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থকেই সিদ্ধান্ত বলেছেন এবং মহর্ষি গৌতমও সিদ্ধান্তের বিশেষ লক্ষণসূত্রে স্বীকৃত পদার্থকেই সিদ্ধান্ত বলেছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার উদ্যোতকর এবং টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র শুধুমাত্র স্বীকৃত পদার্থবিশেষকে নয়, পদার্থবিশেষের স্বীকারকে অর্থাৎ অভ্যুপগমকেও সিদ্ধান্ত বলেছেন। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে সিদ্ধান্ত যখন কোন স্বীকৃত পদার্থবিশেষ হয়, তখন তা যেমন দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত হবে, তেমনি দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন বিষয়ের অভ্যুপগম বা স্বীকৃতিকে সিদ্ধান্ত বলা হবে, তখন তা গুণ পদার্থের অন্তর্গত রূপেই পরিগণিত হবে, যেহেতু 'স্বীকার' বা 'নিশ্চয়' জ্ঞানবিশেষ।

৭) অবয়ব- প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যকে বলা হয় অবয়ব। এই অবয়ব বাক্যগুলি শব্দবিশেষস্বরূপ হওয়ায়, অবয়ব গুণ পদার্থের অন্তর্গত।

৮, ৯) তর্ক, নির্নয়- তর্ক ও নির্নয় জ্ঞানবিশেষ হওয়ায়, এই দুটি গুণ পদার্থের অন্তর্গত।

১০, ১১, ১২) বাদ, জল্প, বিতণ্ডা- বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা হল কথাবিশেষ।[১৪] কথা শব্দটি এক্ষেত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে বাক্যসমূহের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি পূর্বপক্ষ হিসেবে থাকে এবং অন্য একজন ব্যক্তি সেই পূর্বপক্ষের সমাধান করে, সেই বাক্যসমূহকে বলা হয় কথা। স্পষ্টতঃই, কথা বাক্যবিশেষ হওয়ায় এটি গুণ পদার্থের অন্তর্গত। সুতরাং বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা গুণ পদার্থের অন্তর্গত।

১৩) হেত্বাভাস- দুষ্ট হেতুকে বলা হয় হেত্বাভাস। যে হেতুর জ্ঞান হলে অনুমিতি জ্ঞান হতে পারে না অর্থাৎ যা প্রতিবন্ধকজ্ঞানের বিষয়, তাই হেত্বাভাস। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকজ্ঞানের বিষয়রূপ দুষ্ট হেতুটি দ্রব্য পদার্থই হয়। কাজেই হেত্বাভাস দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত।

১৪) ছল- বাদীর বক্তব্যের অন্য বা বিরূদ্ধ অর্থ কল্পনা করে সেই বক্তব্যের দোষ উদ্ভাবন বা অভিধানপূর্বক বাক্য যার দ্বারা বক্তার পরাজয় সম্পাদিত হয়, তাই ছল।[১৫] দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলা যায়, যখন বক্তা 'নবকম্বোলঅয়ম্'- এই বাক্যটির প্রেক্ষিতে 'নব' শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করেন, তখন প্রতিবাদী ওই 'নব' শব্দটিকে সংখ্যা অর্থে কল্পনা করে বক্তার দ্বারা উক্ত বাক্যের দোষ প্রদর্শন করে বলতে পারেন যে, দরিদ্রের নয়টি কম্বল থাকতে পারে না- এটি গুন পদার্থের অন্তর্ভুক্ত।

১৫) জাতি- ন্যায় স্বীকৃত পঞ্চদশ পদার্থ জাতি-র বৈশেষিক উক্ত সপ্তপদার্থে অন্তর্ভাব বিষয়ে বলা যায়, 'জাতি' শব্দটি 'জন' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্য 'ক্তিচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ হয়, যার দ্বারা বোঝানো হয় যে, যা জন্মে- তাই জাতি। কিন্তু এক্ষেত্রে শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এই অর্থ অনুসারে বিচারকালে জল্প ও বিতণ্ডায় কখনো কখনো পরাজয়ের ভয়ে প্রতিবাদীর যে অসৎ উত্তরবিশেষ জন্মায়, তাই জাতি। অর্থাৎ যে উত্তর বাক্যটি প্রতিবাদীর নিজের অভিমত বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, তাই জাতি। এটিও গুণ পদার্থের অন্তর্গত।

১৬) নিগ্রহস্থান- পরিশেষে ষোড়শ পদার্থের অন্যতম শেষ পদার্থ নিগ্রহস্থান বিষয়ে বলা যায়, জল্প ও বিতণ্ডায় বাদী এবং প্রতিবাদীর পরাজয়রূপ নিগ্রহের কারণ বা স্থানকেই বলা হয় নিগ্রহস্থান। এই পরাজয় কখনো বিপরীত এবং কুৎসিত জ্ঞান তথা বিপ্রতিপত্তিবশত যেমন হতে পারে, তেমনি প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান বিশেষের অভাব বা প্রতিপত্তিবশতও হতে পারে। নিগ্রহস্থানের ২২টি প্রকারের মধ্যে প্রতিজ্ঞাহানি, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, অপসিদ্ধান্ত এবং প্রতিজ্ঞাসংন্যাস বৈশেষিক উক্ত অভাব পদার্থের অন্তর্গত।[১৬] আবার, মতানুজ্ঞা, নিরনুযোজ্যানুযোগ, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপ্রাপ্তকাল, ন্যুন, অধিক, পুণরুক্ত, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ এবং অপার্থক গুণ পদার্থের অন্তর্গত। এছাড়াও হেত্বাভাস যে দ্রব্যাদি পদার্থের অন্তর্ভূক্ত তা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের দ্বারাই যদি জগতের সকল পদার্থ বোধিত হয়, তাহলে অহেতুক ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। কাজেই নব্য ন্যায়-বৈশেষিকগণের বক্তব্য অনুসরণ করে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পদার্থ সাতটিই।

তথ্যসূত্র

১। তর্কসংগ্রহ, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১২

২। সপ্তপদার্থী, জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, পৃ. ৫

৩। "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল -জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।।১।।" - মহর্ষি গৌতম, ন্যায়সূত্র-১/১/১

৪। "অনিয়তপদার্থবাদিনো নৈয়ায়িকাঃ।"- ন্যায়লীলাবতী

৫। "ধর্মবিশেষপ্রসুতাদ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান নিঃশ্রেয়সম্" - বৈশেষিকসূত্র- ১/১/৪

৬। "দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ ।।২।।" – তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩, পৃ. ১৩

৭। "দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ।।২।।" - ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, ডঃ শ্রী দীপক ঘোষ সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১৪

৮। "নিয়তপদার্থবাদিনশ্চ বৈশেষিকাঃ"- ন্যায়লীলাবতী।

৯। "এতে চ পদার্থাঃ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধাঃ নৈয়ায়িকানামপি অবিরুদ্ধাঃ।" - ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতঃ, অধ্যাপক শ্রীমদ্‌গুরুনাথবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৩

১০। তর্কসংগ্রহ, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৩৩

১১। "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ।।৯।।" - ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-৭৩, ২০১৪, পৃ. ১৯৬

১২। "একস্মিন্ ধর্মিণি বিরোধী নানাপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়।" - শঙ্কর মিশ্র, উপস্কার টীকা-২/২/১৭

১৩। "লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি-সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ।।২৫।।" - মহর্ষি গৌতম, ন্যায়সূত্র-১/১/২৫

১৪। "তিস্রঃ কথা ভবন্তি বাদো জল্পো বিতণ্ডা চেতি" - ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা-৭৩, ২০১৪, পৃ. ৩৬৫

১৫। "বচনবিঘাতোঽর্থাবকল্পোপপত্ত্যা ছলং ।।১০।।৫১।।" – মহর্ষি গৌতম, ন্যায়সূত্র-১/২/৫১

১৬। তর্কসংগ্রহ, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৩৬